



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আয়-ব্যয় এর উপর
কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর-১২/২০২১

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অংশ		
১	মুখবন্ধ	vii
অধ্যায়-১		
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি	৩
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৯
অধ্যায়-২		
৪	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৩
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়		
৬	পরিশিষ্টসমূহ	২৩

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নম্বর-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর (পূর্বতন সিভিল অডিট অধিদপ্তর) কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৪টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত অফিস প্রধানসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও এই রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নম্বর-১৩২ অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)

বাংলাদেশের

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

তারিখ: ০৩/০৮/১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৮/০৭/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

ଅଧ୍ୟାୟ-୧

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

এই রিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আয়-ব্যয় এর উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসাবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

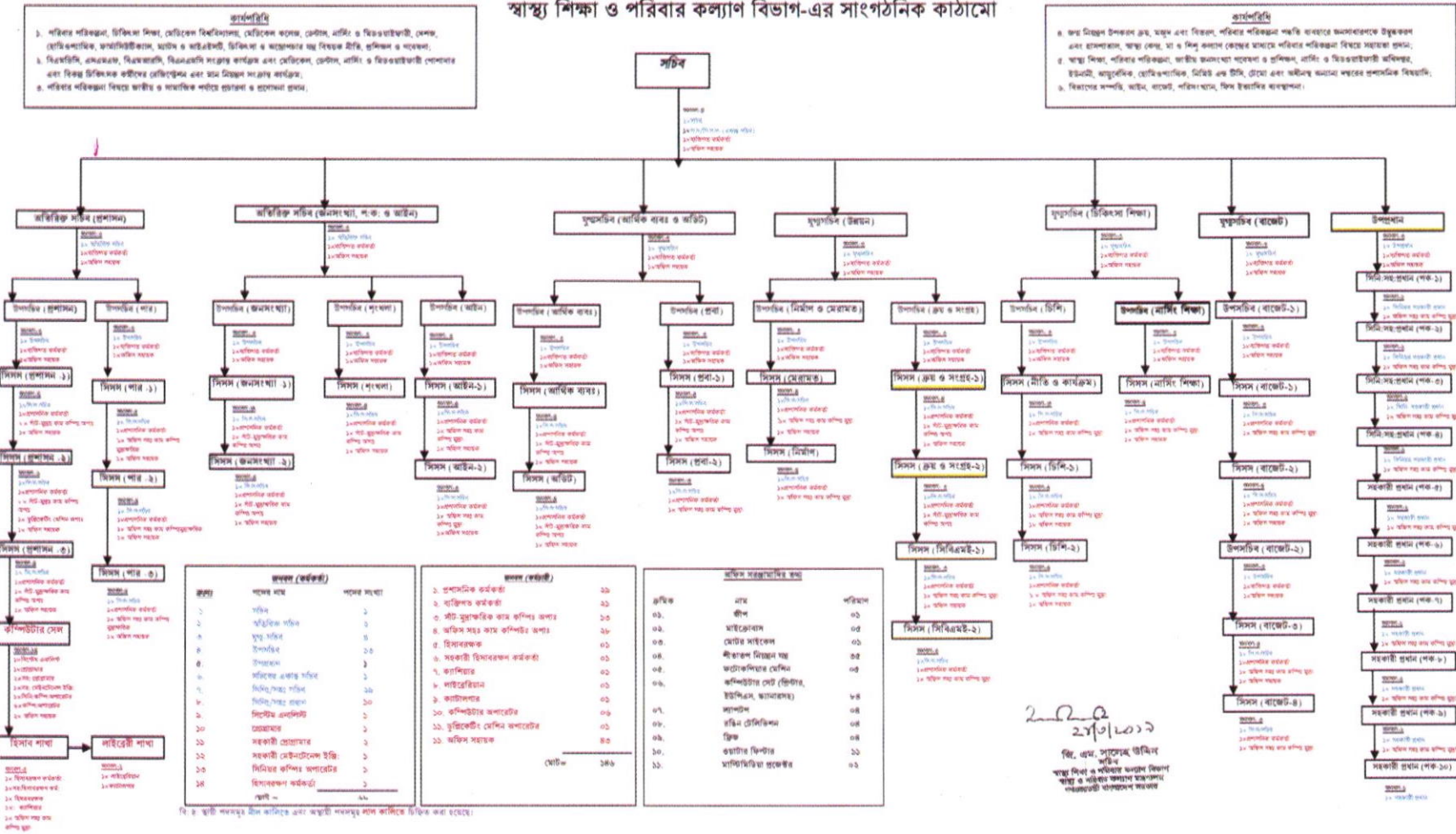
প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:

সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে প্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্য শিক্ষা, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য সাশ্রয়ী ও গুণগত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করে আসছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- অধীনস্থ অফিসসমূহের কার্যক্রম মনিটর করা;
- সরকারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করা;
- বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে স্বাস্থ্য সচেতন করা;
- সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম:

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ-এর সাংগঠনিক কাঠামো



প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী:

- পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- চিকিৎসা, দত্ত, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী এবং অল্টারনেটিভ মেডিকেল এডুকেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- রেজিস্ট্রেশন এবং মান নিয়ন্ত্রণ;
- জন্ম নিরোধক সামগ্রী ক্রয়, গুদামজাতকরণ/সংরক্ষণ, সরবরাহকরণ এবং পরিবার পরিকল্পনায় এ সকল সামগ্রী ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান;
- হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র এর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবাসমূহ সরবরাহ করা;
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা এবং বিকল্প চিকিৎসা সেবা বাস্তবায়ন করা।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator:

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা		
			২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. শিশু মৃত্যু হার (৫ বছরের নীচে)	২.৩	প্রতি হাজার জীবিত জন্মে	৪১.৫	৩১	৪০	৩১	৩০.৮	৩০.৭	৩০.৫
২. মাতৃ মৃত্যু হার	২.৩	ঐ	১.৪০	১.৭২	১.৩৫	১.৭২	১.৬৫	১.৫৫	১.০৫
৩. দক্ষ জন্মদান সহায়তাকারীর মাধ্যমে প্রসব	৩.৪	প্রতি এক শত	৫০	৭২.৩	৫৫	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬
৪. মোট প্রজনন হার(টিএফআর)	১.২৩	প্রতি মহিলা	২.১০	২.০৫	২.০৫	২.৫৫	২.০৩	২.০১	২.০
৫. শিশুদের অপুষ্টি (৫ বছরের নীচে)	৩	প্রতি এক শত	৩০	৩৬.১	২৮	৩২.৮	৩১	২৮	২৫
৬. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর আওতা সম্প্রসারণ	৩	শতকরা হার	৮৭	৭৩.৩	৯০	৮৭	৯০	৯৩	৯৫

প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ:

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মঞ্জুরি ভিত্তিক বাজেট ও ব্যয়ের বিবরণী নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়
১	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সদর সিলেট।	২৩৮.০০	৩১৩.০০
২	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ।	২৫৩০.০০	২৩১৬.০০
৩	এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর।	১৬৪১.০০	১৫৩৭.০০
৪	ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।	৪৭৮২.০০	৩৪৫৭.০০
৫	ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।	১৭২২.০০	১৫৯৮.০০
৬	মোহাম্মদপুর ফার্মিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা।	১১০০.০০	৮৯৮.০০
৭	সরকারি মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আজিমপুর, ঢাকা।	১২০০.০০	১১৪১.০০
মোট=		১৩২১৩.০০	১১২৬০.০০

অডিটের আইনগত ভিত্তি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি:

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নির্বাচিত অডিট ইউনিটের মোট বরাদ্দ ছিল ১৩২.১৩ কোটি টাকা। নির্বাচিত অডিট ইউনিটের বিপরীতে মোট ব্যয় হয়েছে ১১২.৬০ কোটি টাকা। এ ব্যয় বরাদ্দের ৮৫.২২%।
- মূলত দুইটি উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত বরাদ্দভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়, তা হল নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থবছরের নিয়মানুগ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও এর অধীনস্থ অফিসসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে সংঘটিত ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়। প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব আয়সমূহ নিরীক্ষার আওতাভুক্ত।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য:

অডিটের বিষয়বস্তু:

- সকল প্রকার লেনদেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই;
- Financial Rules and Regulations মোতাবেক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই;
- পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই;
- Delegation of Financial Power;
- Table of Organization and Equipment (TO & E);
- এনবিআর কর্তৃক জারিকৃত আয়কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত আদেশ;
- চার্টার অব ডিউটিস।

অডিট কৌশল:

প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধান সংগৃহীত তথ্যাবলীসমূহ হতে ঝুঁকি নির্ধারণসহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে অডিট পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং নিরীক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন সময় প্রয়োজনীয় Working Paper তৈরি/সংরক্ষণ করে পেশাগত দক্ষতা ও বিচক্ষণতায় নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গৃহীত পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ:

- সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও আলোচনা
- বাস্তব যাচাই
- ঘটনা সমীক্ষা
- কাজ সমীক্ষা
- তথ্য বিশ্লেষণ
- Judgemental Sampling

অডিট সময়কাল:

ডিসেম্বর/২০১৯ থেকে মার্চ/২০২০

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

নিরীক্ষাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। উত্থাপিত অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ০৪টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৪,২৯,৯৯,৯০৭.০০ (চার কোটি উনত্রিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত সাত) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩.২৫%। এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- সরকারি অর্থ-ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে সরকারি অর্থের অপচয়।
- রাজস্ব প্রাপ্তিসহ অন্যান্য বিবিধ প্রাপ্তি সরকারি কোষাগারে জমা না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটা এবং পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

ଅଧ୍ୟାୟ-୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ:

অনু: নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	কর্মরত ও কর্মরত নয় এমন ভূয়া কর্মচারী বা অস্তিত্বহীন কর্মচারীর নামে বেতন বিল, লাম্পগ্রান্ট বিল, মাতৃত্বকালীন ছুটি, অর্জিত ছুটি ও অন্যান্য বিল উত্তোলন করে আত্মসাৎ।	১,৪৯,৮৪,৫৬৯/-
২	ভূয়া বিলের মাধ্যমে উত্তোলন করে ক্যাশ বহিতে প্রাপ্তি ও জমা দেখিয়ে ডিডিও ব্যাংক চেকের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মচারীদের নামে জিপিএফ অগ্রিম ও লাম্পগ্রান্ট বাবদ অর্থ পরিশোধ দেখিয়ে আত্মসাৎ।	৫৪,২৫,৮৩১/-
৩	রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে বন্ধ্যাকরণ চেক বেতন ভাতা হিসাবে জমা করে ডিডিও'র ব্যাংক চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করে আত্মসাৎ।	৮২,৩৫,৬৫২/-
৪	ইউজার ফি, টিউশন ফি এবং অন্যান্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি।	১,৪৩,৫৩,৮৫৫/-
	মোট =	৪,২৯,৯৯,৯০৭/-
কথায়ঃ চার কোটি উনত্রিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত সাত		

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নম্বর- ০১

শিরোনাম: কর্মরত ও কর্মরত নয় এমন ভুয়া কর্মচারী বা অস্তিত্বহীন কর্মচারীর নামে বেতন বিল, লাম্পগ্রান্ট বিল, মাতৃত্বকালীন ছুটি, অর্জিত ছুটি ও অন্যান্য বিল উত্তোলন করে ১,৪৯,৮৪,৫৬৯.০০ (এক কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ চুরাশি হাজার পাঁচশত উনসত্তর) টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণ:

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এর আওতাধীন উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সিলেট এর অধীন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সদর, সিলেট এর ২০১৬-১৭ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মরত ও কর্মরত নয় এমন ভুয়া কর্মচারী বা অস্তিত্বহীন কর্মচারীর নামে বেতন বিল, লাম্পগ্রান্ট বিল, মাতৃত্বকালীন ছুটি, অর্জিত ছুটি ও অন্যান্য বিল উত্তোলন করে ১,৪৯,৮৪,৫৬৯.০০ (এক কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ চুরাশি হাজার পাঁচশত উনসত্তর) টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

- অডিটকালে আংশিক বিল ভাউচার/বিল রেজিস্টার, ক্যাশবুক ও ব্যাংক বিবরণী ইত্যাদি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, কর্মরত ও কর্মরত নয় এমন ভুয়া কর্মচারীর বা অস্তিত্বহীন কর্মচারীর নামে বেতন বিল, লাম্পগ্রান্ট বিল, মাতৃত্বকালীন ছুটির বকেয়া বেতন বিল এবং গড় বেতনে অর্জিত ছুটির বেতন বিলের সর্বমোট ১,৪৯,৮৪,৫৬৯.০০ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। কিন্তু এসব বিলের কোনো অফিস কপি অফিসে পাওয়া যায়নি এবং বিল রেজিস্টারেও এন্ট্রি করা হয়নি।
- ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় উক্ত টাকা ব্যাংকে জমা করা হয়েছে। পরবর্তীতে জমাকৃত টাকা ডিডিও ব্যাংক চেকের মাধ্যমে ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হলেও উত্তোলিত টাকা ক্যাশ বইয়ে এন্ট্রি করা হয়নি এবং পরিশোধের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় যে, একই তারিখে এবং কাছাকাছি তারিখে ১,৪৯,৮৪,৫৬৯.০০ টাকা ব্যাংকে জমা ও উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়েছে। উক্ত টাকার বিলসমূহ ডিসিএ সিলেট অফিস হতে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে।
- উক্ত সময় ডাঃ মোছাঃ ওমরগুল আজাদ এবং ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ এফপি) হিসাবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।
- বিস্তারিত পরিশিষ্ট নম্বর- ০১[১(১)-১(২)] সংযুক্ত।

অনিয়মের কারণ:

বুকস্ অব একাউন্টস সঠিক ভাবে মেইনটেইন না করা, দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের উপর নির্ভরশীলতার জন্য অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে এবং সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান যে, জিপিএফ এবং লাম্পগ্রান্ট এর ক্ষেত্রে কিছু জায়গায় ভুল তথ্য ক্যাশবহিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেটা নিরীক্ষাকালে অডিট টিমকে অবহিত করা হয়েছে। তবে বিষয়টি যেহেতু তিন বৎসর সময়ের সে কারণে সম্পূর্ণ তথ্য অফিস সহকারীর উপস্থিতি ছাড়া দেয়া সম্ভব নয়। তার সময়কালে এরকম কোন ঘটনার কথা তিনি জানেন না। বরং সকল ক্লিনিক্যাল কর্মচারীর ব্যক্তিগত জিপিএফ ব্যালেন্স ডিসিএ অফিস হতে চেক করে সঠিক পাওয়া গেছে। এটিতে মোটেও কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতা নেই। তার সময়কালে যে কয়টি জিপিএফ অগ্রিম এবং লাম্পগ্রান্ট উত্তোলিত হয়েছে তা যথাযথ প্রাপকের নিকট চলে গেছে।
- তদুপরি বিষয়টি অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের কাজ চলমান আছে। আশা করা যায়, অডিট আপত্তিতে উল্লিখিত টাকার স্বপক্ষে গ্রহীতার প্রমাণক পাওয়া যাবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আপত্তির মূল বিষয়বস্তু স্বীকার করে নিয়েছে। অফিসের সকল রেকর্ডপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ফাইল পত্রাদি ডিডিও এর হেফাজতে থাকার কথা, এক্ষেত্রে তা হয়নি। অডিটকালে দেখা যায় যে, সকল রেকর্ডপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ ফাইল একজন অফিস সহকারীর হেফাজতে ছিল- যা আদৌ সঠিক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

বিষয়টি তদন্ত করে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ জড়িত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০২

শিরোনাম: ভুয়া বিলের মাধ্যমে উত্তোলন করে ক্যাশ বহিতে প্রাপ্তি ও জমা দেখিয়ে ডিডিও ব্যাংক চেকের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মচারীদের নামে জিপিএফ অগ্রিম ও লাম্পগ্রান্ট বাবদ অর্থ পরিশোধ দেখিয়ে ৫৪,২৫,৮৩১.০০ (চুয়ান লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশত একত্রিশ) টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণ:

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এর আওতাধীন উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সিলেট এর অধীন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সদর, সিলেট এর ২০১৬-১৭ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভুয়া বিলের মাধ্যমে উত্তোলন করে ক্যাশ বহিতে প্রাপ্তি ও জমা দেখিয়ে ডিডিও ব্যাংক চেকের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মচারীদের নামে জিপিএফ অগ্রিম ও লাম্পগ্রান্ট বাবদ অর্থ পরিশোধ দেখিয়ে ৫৪,২৫,৮৩১.০০ (চুয়ান লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশত একত্রিশ) টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

- অডিটকালে বিল রেজিস্টার, ক্যাশবুক ও ব্যাংক বিবরণী ইত্যাদি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ভুয়া বিলের মাধ্যমে উত্তোলন করে বিভিন্ন অফিসের বিপরীতে ডিসিএ অফিস কর্তৃক ইস্যুকৃত চেক নম্বর ব্যবহার করে ক্যাশ বহিতে প্রাপ্তি হিসাবে জমা করা হয়েছে।
- পরবর্তীতে এই কার্যালয়ের কর্মচারীদের নামে জিপিএফ অগ্রিম এবং লাম্পগ্রান্ট ইত্যাদি ডিডিও ব্যাংক চেকের মাধ্যমে ৫৪,২৫,৮৩১.০০ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। উত্তোলিত টাকা পরিশোধের স্বপক্ষে গ্রহীতার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। উক্ত টাকার বিলসমূহ ডিসিএ সিলেট অফিস হতে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে।
- উক্ত সময় ডাঃ মোহাঃ ওমরগুল আজাদ এবং ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ এফপি) হিসাবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।
- [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট নম্বর-০২ সংযুক্ত]।

অনিয়মের কারণ:

বুকস্ অব একাউন্টস সঠিক ভাবে মেইনটেইন না করা, দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের উপর নির্ভরশীলতার জন্য অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে এবং সরকারি তহবিল আত্মসাৎ হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান যে, জিপিএফ এবং লাম্পগ্রান্ট এর ক্ষেত্রে কিছু জায়গায় ভুল তথ্য ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে- সেটা নিরীক্ষাকালে অডিট টিমকে অবহিত করা হয়েছে।
- তবে বিষয়টি যেহেতু তিন বৎসর সময়ের সে কারণে সম্পূর্ণ তথ্য অফিস সহকারীর উপস্থিতি ছাড়া দেয়া সম্ভব নয়। তার সময়কালে এরকম কোন ঘটনার কথা তিনি জানেন না। বরং সকল ক্লিনিক্যাল কর্মচারীর ব্যক্তিগত জিপিএফ ব্যালেন্স ডিসিএ অফিস হতে চেক করে সঠিক পাওয়া গেছে। এটিতে মোটেও কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতা নেই।

- তার সময়কালে যে কয়টি জিপিএফ অগ্রিম এবং লাম্পগ্রান্ট উত্তোলিত হয়েছে তা যথাযথ প্রাপকের নিকট চলে গেছে।
- তদুপরি বিষয়টি অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের কাজ চলমান আছে। আশা করা যায়, অডিট আপত্তিতে উল্লিখিত টাকার স্বপক্ষে গ্রহীতার প্রমাণক পাওয়া যাবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আপত্তির মূল বিষয়বস্তু স্বীকার করে নিয়েছে। অফিসের সকল রেকর্ডপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ফাইল পত্রাদি ডিডিও এর হেফাজতে থাকার কথা, এক্ষেত্রে তা হয়নি। অডিটকালে দেখা যায় যে, সকল রেকর্ডপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ ফাইল একজন অফিস সহকারীর হেফাজতে ছিল- যা আদৌ সঠিক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

বিষয়টি তদন্তপূর্বক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ জড়িত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

শিরোনাম: রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে বন্ধ্যাকরণ চেক বেতন ভাতা হিসাবে জমা করে ডিডিও'র ব্যাংক চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করে ৮২,৩৫,৬৫২.০০ (বিরশি লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শত বায়ান্ন) টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

বিবরণ:

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এর আওতাধীন উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সিলেট এর অধীন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সদর, সিলেট এর ২০১৬-১৭ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে বন্ধ্যাকরণ চেক বেতন ভাতা হিসাবে জমা করে ডিডিও'র ব্যাংক চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করে ৮২,৩৫,৬৫২.০০ (বিরশি লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শত বায়ান্ন) টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

- অডিটকালে আংশিক বিল/ভাউচার, রেজিস্টার, ক্যাশবুক ও ব্যাংক বিবরণী ইত্যাদি যাচাইয়ে দেখা যায় বন্ধ্যাকরণের ৭২,০০০.০০ হতে ৭৭,০০০.০০ টাকার প্রতিটি বিল উত্তোলন করা হয়েছে।
- বন্ধ্যাকরণের চেকসমূহ জমার ব্যাংক হিসাব নং-৫৬২৭৫৩৩০০৭৫৯৯, সোনালী ব্যাংক লিঃ, সিলেট জমার জন্য নির্ধারিত ছিল।
- কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত হিসাবে জমা না করে বেতন ভাতা খাতের হিসাব নম্বর- ৫৬২৭৫৩৩০০৭৩৬৮ এ জমা করে।
- পরবর্তীতে ডিডিও কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংক চেকের মাধ্যমে জমাকৃত ৮২,৩৫,৬৫২.০০ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। উত্তোলিত টাকা ক্যাশবই এবং বিল রেজিস্টারে এন্ট্রি করা হয়নি এবং পরিশোধের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। উক্ত টাকার বিলসমূহ ডিসিএ, সিলেট অফিস হতে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে।
- উক্ত সময় ডাঃ মোছাঃ ওমরগুল আজাদ এবং ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ এফপি) হিসাবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।
- বিস্তারিত পরিশিষ্ট নম্বর-৩[৩(১)-৩(২)] সংযুক্ত।

অনিয়মের কারণ:

বুকস্ অব একাউন্টস সঠিকভাবে মেইনটেইন না করা, দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের উপর নির্ভরশীলতার জন্য অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে এবং সরকারি তহবিল আত্মসাৎ হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান যে, সিলেট সদর উপজেলাসহ অনেক উপজেলায় বেতনভাতা খাতের একাউন্টে রাজস্ব খাতের বরাদ্দকৃত বন্ধ্যাকরণ বিল একই একাউন্টে জমা করা হয়। তবে ২টি ক্যাশ বই (রাজস্ব ও উন্নয়ন) সংরক্ষণ করা হয়। সর্বশেষ অডিট দল আলাদা একাউন্টে রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করে। যদি সে রকম আদেশ হয়, সে মোতাবেক কার্যক্রম চালানো হবে।
- রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে বন্ধ্যাকরণ বিল বেতনভাতা খাতে জমা করা হলেও মোট পরিশোধ আর্থিক বরাদ্দের সাথে মিল আছে।

- বিষয়টি একটি অনিয়ম, তছরূপ হয়েছে কিনা সেটা পরিষ্কার নয়। তবে ইতোমধ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আমলে নিয়ে উক্ত কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করেছেন।
- অসাবধানতাবশতঃ হয়তো উপরোক্ত টাকা জমা হয়ে থাকতে পারে। ক্যাশ বই হালনাগাদের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বিল, ভাউচার, ক্যাশবই ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র বরখাস্তকৃত কর্মচারীর নিকট থাকায় অডিটকালীন সময়ে তা উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। ক্যাশ বই হালনাগাদ হলে ধারণা করা হচ্ছে যে আপত্তিতে উল্লিখিত সমুদয় টাকার হিসাব পাওয়া যাবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আপত্তির মূল বিষয়বস্তু স্বীকার করে নিয়েছে। কেননা রাজস্ব খাতে বেতন ভাতার জন্য পৃথক হিসাব রয়েছে এবং বন্ধ্যাকরণের জন্য পৃথক হিসাব রয়েছে। কাজেই বন্ধ্যাকরণের জন্য উত্তোলনকৃত টাকা রাজস্ব খাতের হিসাবে জমা করার কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

বিষয়টি তদন্তপূর্বক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ জড়িত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

শিরোনাম: ইউজার ফি, টিউশন ফি এবং অন্যান্য বাবদ আদায়কৃত ১,৪৩,৫৩,৮৫৫.০০ (এক কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ তিশান্ন হাজার আটশত পঞ্চান্ন) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিবরণ:

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর আওতাধীন ৩টি মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা, মোহাম্মদপুর ফার্মিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা এবং সরকারি মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আজিমপুর, ঢাকা এর ২০১৮-১৯ আর্থিক সালে ইউজার ফি, টিউশন ফি এবং অন্যান্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ১,৪৩,৫৩,৮৫৫.০০ (এক কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ তিশান্ন হাজার আটশত পঞ্চান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- নিরীক্ষা দল কর্তৃক ইউজার ফি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের টিউশন ফি আদায় ও জমা সংক্রান্ত রেজিস্টার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন বিভাগ হতে আদায়কৃত ইউজার ফি, টিউশন ফি এবং অন্যান্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- বাংলাদেশ ট্রেজারী রুলস ১ম খন্ড, বিধি-৭(১) মোতাবেক যে কোন নগদ প্রাপ্তি অনতিবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্তৃক গৃহীত অর্থ কোনভাবেই ব্যক্তিগত বা বিভাগীয় প্রয়োজনে ব্যয় করা যাবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্রেজারী রুলসের বিধি-৭(১) লঙ্ঘন করে আদায়কৃত ইউজার ফি, টিউশন ফি এবং অন্যান্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ১,৪৩,৫৩,৮৫৫.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত সময় দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নাম পরিশিষ্ট '৫' এ উল্লেখ করা হয়েছে।
- [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ৪(১-৭) সংযুক্ত]

অনিয়মের কারণ:

বাংলাদেশ ট্রেজারী রুলস এর বিধি-৭(১) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ, এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা, মোহাম্মদপুর ফার্মিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা ও সরকারি মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, আজিমপুর, ঢাকা কর্তৃক জবাবে জানায় যে, আদায়কৃত ইউজার ফি সরকারি কোষাগারে জমাকরত প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা হবে।
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয় যে, যাচাই বাছাই পূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- ট্রেজারী রুলের ৭(১) বিধি মোতাবেক ইউজার ফি আদায়ের সাথে সাথে সরকারি কোষাগারে জমা করার বিধান থাকলেও বাস্তবে তা প্রতিপালন করা হয়নি।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে আদায়কৃত ইউজার ফি, টিউশন ফি এবং অন্যান্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে যথাসময়ে জমা করা হলে সরকারি ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেত এবং ঋণের সুদ বাবদ ব্যয় হ্রাস পেত।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমাকরণসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

তারিখ: ১০/০৩/১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৪/০৬/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।